একই ব্যক্তি দুই কলেজে প্রভাষক!

স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতা, শরীয়তপুর ॥ তাশদীদ হোসেন অলীভ ব্যক্তি একজন। দুই জেলার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কলেজের ফুলটাইম শিক্ষক। প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলছে এমন ঘটনা। আরও বিস্ময়কর হচ্ছে- কলেজ কর্তৃপক্ষ নাকি এই অনিয়ম জানতেনই না। কলেজ দু'টির দূরত্বও অনেক।

একটি কলেজ হচ্ছে- মুন্সীগঞ্জ শহরের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ। অপর কলেজটি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার শামসুর রহমান সরকারী ডিগ্রী কলেজ। বিশাল পদ্মা পাড়ি দিয়ে যেতে হয় এই দু'স্থানে। দূরত্ব প্রায় ১শ' কিলোমিটার। যাতায়াতে সময় ব্যয় হয় ৪/৫ ঘণ্টা। কিন্তু কিভাবে এই শিক্ষক একসঙ্গে দুই কলেজে চাকরি করছেন, সেই হিসাব মিলানো কঠিন। এছাড়া সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে একজন কিভাবেই দু'কলেজে চাকরি করে চলেছেন সেটিও জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। এমন ঘটনা একজনের নয়, আপাতত দু'জনের তথ্য পাওয়া গেছে। অপরজন কে এম জাহিদ হাসান।

এদিকে ঘটনা অস্বীকার করছেন না অভিযুক্তরাও। তবে উল্টো দায় চাপাচ্ছেন কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে। অভিযুক্ত একজন তাশদীদ হোসেন অলীভ মূল প্রশ্ন থেকে এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ কেন আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। আরেক শিক্ষক কেএম জাহিদ হাসান একইভাবে নিজের দায় এড়িয়ে গিয়ে বলেন, এটি কলেজ কর্তৃপক্ষই ভুল করেছে।

তাশদীদ হোসেন অলীভের নাম মুন্সীগঞ্জর স্বনামধন্য কলেজটিতে রয়েছে ১৪ নম্বর তালিকায় প্রাণী বিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে। একই পদে শরীয়তপুরের গোসাইরহাটের কলেজটিতে রয়েছে ৩০ নম্বরে। আর কেএম জাহিদ হাসানের নাম মুন্সীগঞ্জর কলেজটিতে রয়েছে আইসিটি প্রভাষক হিসেবে ১৮ নম্বর তালিকায়। পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাষক পদে শরীয়তপুরের গোসাইরহাটের কলেজটিতে কেএম জাহিদ হাসানের নাম রয়েছে ২৭ নম্বর তালিকায়।

শামসুর রহমান সরকারী ডিগ্রী কলেজটি ২০১৮ সালের ৮ আগস্ট জাতীয়করণ হয়েছে। এই জাতীয়করণের যাবতীয় কাগজপত্রেও অর্থাৎ আত্তীকরণে তালিকায় এই দুই শিক্ষকের নাম সম্পৃক্ত রয়েছে। তাতে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্টরা স্পষ্ট করেছেন এই দুই শিক্ষক এখন সরকারী কলেজের প্রভাষক।

অন্যদিকে শামসুর রহমান ডিগ্রী কলেজে সদ্য যোগদানকারী অধ্যক্ষ মোঃ ফজলুল হক বলেন, আমি সদ্য এই কলেজে যোগদান করেছি, বিষয়গুলো বুঝতে আমার একটু সময় লাগবে এবং উক্ত শিক্ষকদ্বয়ের নামের সামনে মন্তব্য কলামে অনুপস্থিত কথাটি লিখে দেয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে কলেজটির একাধিক শিক্ষক জানিয়েছেন, কলেজটি জাতীয়করণ হবে এমন লোভে তারা এখানেও চাকরি করছে, অন্য কলেজেও চাকরি করছে। এখন সরকারী হয়ে কলেজটিতে সরকারী স্কেলে বেতনও শুরু হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এই দুই শিক্ষককের চাকরি বহাল রাখার ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে তারা মনে করেন। দুর্নীতিগ্রস্ত এই শিক্ষকদ্বয় মাঝে মাঝে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে গেছেন। এই ক্ষেত্রে এই শিক্ষকরা মনে করেন হীনস্বার্থে, জাতীয়করণে অনিয়মকে প্রশয় দিয়েছে শামসুর রহমান কলেজ কর্তৃপক্ষ। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুন্সীগঞ্জের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ। এই কলেজে সেনাবাহিনীর শিক্ষা কোরের একজন মেজর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে থাকনে। কলেজটির অধ্যক্ষ মেজর মোহাম্মদ শরিফ উজ্জামান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছেন, তিনি ঘটনাটি আগে জানতেন না। তিনি জানান, অবহিত হয়ে অভিযুক্ত দুই প্রভাষকের বিরুদ্ধে প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এই কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মুন্সীগঞ্জের জেলা

প্রশাসক মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার। তিনি মঙ্গলবার জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। তবে খোঁজ খবর নিয়ে কোন রকম অনিয়ম বা অসঙ্গতি থাকলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সরেজমিন ঘটনা অনুসন্ধানে জানা যায়, এই অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করতে শরীয়তপুরের গোসাইরহাটের শামসুর রহমান ডিগ্রী কলেজ কর্তৃপক্ষ নানা ভূমিকা রাখছে। তারা সাংবাদিকদের তথ্য দিতেও প্রবল অনীহা প্রকাশ করছে। কর্তৃপক্ষের আচার আচরণই সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। জাতীয়করণের যাবতীয় কাগজাদি নিয়ে বিশদ তদন্ত করলেও আরও অনিয়ম বেরিয়ে আসতে পারে বলে স্থানীয় সূত্রগুলো ধারণা করছে। কলেজটি জাতীয়করণের লক্ষ্যে শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক শিক্ষক-কর্মচারীদের চাহিদাপত্র চাওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে শামসুর রহমান বিশ^বিদ্যালয় কলেজে চাকরিতে যোগদানের দুই কলেজে চাকরি করছেন এমন প্রভাষকদের নামের তালিকাও পাঠানো কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে তাই প্রশ্নবিদ্ধ। সোমবার সরেজমিনে শামসুর রহমান বিশ^বিদ্যালয় কলেজে গিয়ে জানা গেছে, তাশদীদ হোসেন অলীভ গত ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল শামসুর রহমান বিশ^বিদ্যালয় কলেজে প্রাণী বিজ্ঞান বিষয়ে প্রভাষক পদে এবং কেএম জাহিদ হাসান ২০১৪ সালের ৩০ এপ্রিল একই কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান পদে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এর পদে এখনও বহাল আছেন। কলেজের অধ্যক্ষ এই শিক্ষকদ্বয় অনেকদিন ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন দাবি করলেও তাদের বিরুদ্ধে একটি শো-কজ পর্যন্ত করা হয়নি কেন এর সদুত্তর দিতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র মনে করছে দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারী চাকরিতে এই দুই প্রভাষককে বহাল রাখার জন্যই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

কলেজটির সভাপতির দায়িত্বে থাকা গোসাইরহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলমগীর হোসাইন এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি তিনি অবহিত হয়েছেন। তালিকায় তাদের নামের পাশে মন্তব্যের ঘরে অনুপস্থিত লেখা রয়েছে। তারপরও বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে তিনি জানান।

এদিকে এই বিষয়ে মঙ্গলবার শিক্ষা অধিদফতরের দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়েছে। তারা নিশ্চিত করেছেন- জাতীয়করণ হওয়া শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার শামসুর রহমান সরকারী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকের নামের তালিকায় এই দুই শিক্ষকের নাম রয়েছে। এই দুই শিক্ষক মুন্সীগঞ্জের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজে কর্মরত থাকার বিষয়টি তারা অবিহিত হয়েছেন। তাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।